বুয়েটের সিএসই বিভাগের বিকে-আইএসি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্থাপিত আইএসি সমূহের মাঝে প্রতিযোগিতায় শীর্ষ স্থান (বেস্ট আইএসি এওয়ার্ড ২০১৩) অর্জন।

Telecentre.org Foundation এবং SPARK (বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম টেলিসেন্টার বিষয়ক গ্লোবাল ফোরাম) এই বছর প্রথমবারের মত গ্লোবাল টেলিসেন্টার এওয়ার্ড (GTS) আয়োজনের উদ্যোগ নেয়। এই এওয়ার্ড এর মূল ছয়টি বিভাগের মধ্যে অন্যতম একটি আইএসি (ইনফরমেশন এক্সেস সেন্টার)। বুয়েটের সিএসই বিভাগ দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশ কোরিয়া ইনফরমেশন এক্সেস সেন্টার (বিকে-আইএসি) এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্য গত ৮ই মার্চ community.telecentre.org নামক ওয়েবসাইট এ বিকে-আইএসি এর অর্জন নিয়ে একটি ব্লগ পোস্ট করা হয়। একই ওয়েবসাইট এ বিশ্বের আরও বিভিন্ন দেশে অবস্থিত মোট ৩৮ টি আইএসি (উল্লেখযোগ্য - রোমানিয়া, ফিলিপাইন, মিশর, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, জর্ডান, প্যারাগুয়ে ইত্যাদি) এর প্রতিনিধিরাও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য ব্লগ পোস্ট করে। উক্ত ব্লগ পোস্টের ভিত্তিতে জর্ডান, প্যারাগুয়ে ও বাংলাদেশের আইএসি ১০ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে সেমিফাইনালিস্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়। অতঃপর উক্ত ব্লগ এবং বিকে-আইএসি এর কর্মকাণ্ডের উপর অনলাইন ইভ্যালুএশন এবং ভোটিং পদ্ধতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞগণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে ২৮-২৯ মে, ২০১৩ তারিখে গ্রানাডা, স্পেন এ আয়োজিত গ্লোবাল টেলিসেন্টার এওয়ার্ড এ বিকে-আইএসি কে বেস্ট আইএসি এওয়ার্ড ২০১৩ প্রদান করা হয়।

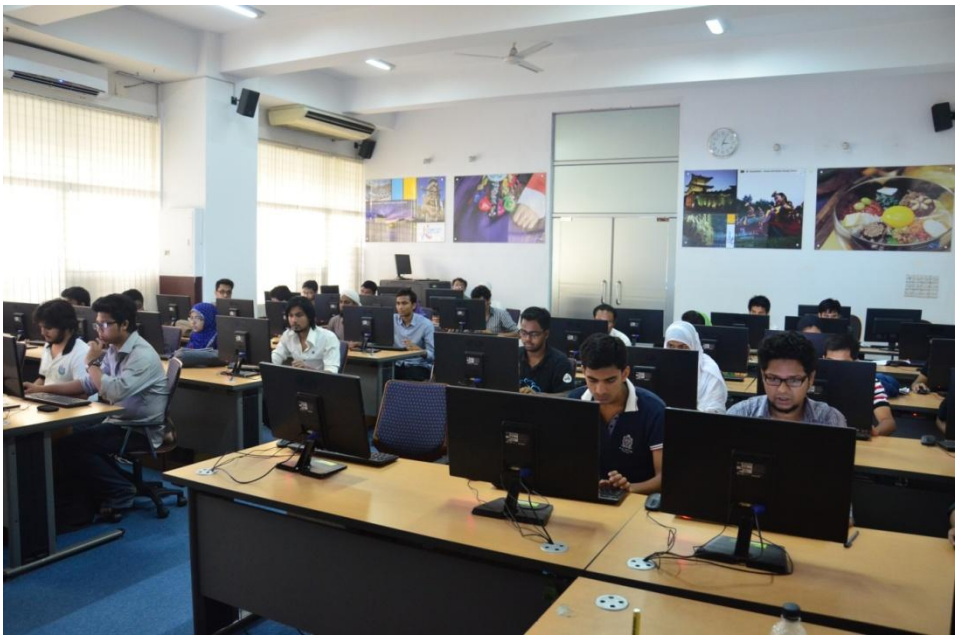

এ প্রতিযোগিতায় তিনটি বিষয়ের উপর মূলত গুরুত্ব দেয়া হয়েছিলঃ সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট, ইনোভেশন এবং সাসটেইনেবিলিটি । NIA (National Information Society Agency), Korea এবং বুয়েটের যৌথ উদ্যোগে উন্নত দেশগুলির সাথে উন্নয়নশীল দেশের ডিজিটাল বৈষম্য দূর করার অঙ্গীকার নিয়ে বিকে-আইএসি ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০১২ সালে এর পুনঃবিন্যাস করা হয়। বিকে-আইএসি এখন পর্যন্ত ১০টি ব্যাচে এক হাজারের বেশি প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষিত করেছে। ব্যাচগুলোতে নিয়মিত Quick Web Development, Database Management and Administration, Linux System Administration and Server Configuration, Web Design and Application Development, Java Enterprise Web Programming, Application Development using C# and ASP.NET এবং Mobile Application Development in Android কোর্স পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এ কোর্সগুলো বুয়েটের সিএসই বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত হয়। এ কোর্সগুলোর ফি ন্যূনতম নির্ধারিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রকার অনুদান ছাড়াই শুধুমাত্র এই ফি এর সাহায্যেই বিকে-আইএসি পরিচালিত হয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিবছর বিকে-আইএসি তে কোরিয়া থেকে স্বেচ্ছাসেবক দল এসে কিছু কোর্স নিয়ে থাকে। কোর্স ছাড়াও বিকে - আইএসি আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ/কনফারেন্স (উল্লেখযোগ্য- WALCOM 2010, WALCOM 2012 ইত্যাদি) আয়োজন করে থাকে। বিকে-আইএসি সকলের জন্য স্বল্পমূল্যে উচ্চ গতির ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধাও প্রদান করে থাকে। এছাড়া সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ যেমন e-Governance Implementation Plan in Directorate General of Food, Image Processing for RAJUK officials, Computer Graphics Design for Department of Film and Publication (DFP) officials, Software Development for Investment Corporation of Bangladesh ইত্যাদি এর ব্যাবস্থাও করা হয়ে থাকে। মূলত এসব বিবেচনাতেই বিকে-আইএসি গ্লোবাল টেলিসেন্টার এওয়ার্ড এ প্রথম স্থান অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। প্রকাশ যে বিগত ৪ঠা মার্চ, ২০১২ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকে-আইএসি পরিদর্শন করেন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে এর অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিকে-আইএসি এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য বিকে-আইএসি এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এ- www.buet.ac.bd/cse/iac এ পাওয়া যাবে।